# MAN AND NATURE

## Intrinsic Value of Nature

সপ্তম অধ্যায়

# পরিবেশ ও তার স্বতঃমূল্য

পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার কাজ যদি হয় মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্কের এক নৈতিক মূল্যায়ন করা, তবে, অনেকের মতে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিবেশের স্বতঃমূল্য (Intrinsic value) আছে। মানুষ তখনই পরিবেশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে সচেতন হবে, যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে। তাই অনেকের মতে যথার্থ অর্থে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা তখনই সম্ভব যখন একথা প্রমাণ করা যাবে যে পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে। এই কারণে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার শুরুর দিকে অনেকেই মনে করে ছিলেন যে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার চর্চা যে আদৌ সম্ভব তা দেখানোর উপায় হল একথা প্রমাণ করা যে পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে। আমরা এতদূর না গিয়েও একথা বলতে পারি যে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার আলোচনায় একটি অন্যতম মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল যে পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে কিনা। দর্শনের অন্য সব প্রশ্নের মত এক্ষেত্রেও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে, কেউ বলেন নেই। আবার যাঁরা পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে বলে স্বীকার করেন, তাঁরা সকলেই যে স্বতঃমূল্য সম্পর্কে একরকমের কথা বলেন তা নয়। বর্তমান অধ্যায়ে স্বতঃমূল্য সম্পর্কে কয়েকজন দার্শনিকের কথা আলোচনা করব। শেষে এই আলোচনার আলোকে আমার বক্তব্যও উপস্থাপিত করব।

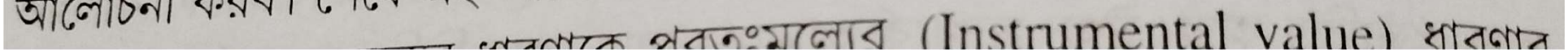

আলোচনা করব। শেষে এই

সাধারণতঃ স্বতঃমূল্যের ধারণাকে পরতঃমূল্যের (Instrumental value) ধারণার বিপরীতে বোঝা হয়। একটি বস্তুর পরতঃমূল্য আছে—একথা বলার অর্থ হল যে ঐ বস্তুটির সাহায্যে কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একটি লেখনীর সাহায্যে যদি লেখা সম্ভব হয়, তবে বলতে পারি যে লেখনীটির পরতঃমূল্য আছে। যদি লেখনীটি অচল হয়ে পড়ে, তবে বলব যে লেখনীটির পরতঃমূল্য নেই। সুতরাং পরতঃমূল্য নির্ভর করে বস্তুটি দিয়ে কী কাজ করা যায় তার উপর। স্বতঃমূল্য হল এর ঠিক বিপরীত। বস্তুর স্বতঃমূল্য বস্তুটির সাহায্যে কী কাজ করা যায় তার উপর নির্ভর করে না। বস্তুটির মূল্য তা নিজে যে রকম তার উপরই নির্ভর করে। সেই বস্তুটি দিয়ে কী কাজ করতে পারলাম অথবা পারলাম না, তা অপ্রাসঙ্গিক। সঙ্গীত আমার কাছে মূল্যবান। তার কারণ এই নয় যে সঙ্গীত দিয়ে আমি কোন কাজ করি বা সঙ্গীত আমার কোন উদ্দেশ্যের সাধন বা উপায় হয়। সঙ্গীত মূল্যবান কারণ সঙ্গীত আমার ভালো লাগে। সুতরাং সঙ্গীতের যে মূল্য তা স্বতঃমূল্য, সঙ্গীত নিজেই মূল্যবান। সঙ্গীত আমার ভালো লাগে, তাই সঙ্গীত আমি শুনি। সেটিই সঙ্গীতের মূল্য। সুতরাং এই অর্থে পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে বলার অর্থ হল পরিবেশের মূল্য পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আমরা কী করতে পারি তার উপর নির্ভর করে না। একথা ঠিকই যে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কাজে লাগিয়ে আমরা নানা কাজ করি ; গাছ থেকে কাঠ আসে যা দিয়ে

আসবাবপত্র তৈরী করি, আরও কত কী! কিন্তু যাঁরা পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার করেন তাঁরা বলেন যে পরিবেশের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পরিবেশকে আমরা কী কাজে লাগাই তা অপ্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয় ; যার স্বতঃমূল্য আছে, তাকে নিজেদের সুবিধায় যথেচ্ছভাবে কাজে লাগানো কি উচিত—এই প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং তার উত্তর নকারাত্মক (negative) হওয়াই স্বাভাবিক বলে অনেকে মনে করেন। এইভাবে দেখতে গেলে স্বতঃমূল্য হল পরতঃমূল্যের বিপরীত।

G. E. Moore স্বতঃমূল্যকে বোঝেন স্বতঃধর্মের (Intrinsic Properties) ধারণার সাহায্যে।[১] ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সুন্দর-কুৎসিত এই ধারণাগুলি বিষয়নিষ্ঠ (objective) না কি বিষয়ীনিষ্ঠ (Subjective), এই ব্যাপারে বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। যাঁরা বলেন যে সুন্দর এই ধারণাটি বিষয়ীনিষ্ঠ, তাঁদের মতে "এটি সুন্দর"—এই বাক্যটি একজন ব্যক্তির মানসিকতাকে (Mental attitude) প্রকাশ করে। মানসিকতা বলতে ভালো লাগা অথবা খারাপ লাগা ইত্যাদি মানসিক প্রবণতাকে বোঝায়। উপরে উল্লিখিত মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকে বলেন যে সুন্দর ইত্যাদি ধারণাগুলি বিষয়নিষ্ঠ। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়নিষ্ঠ বলতে শুধু অ-বিষয়ীনিষ্ঠকেই বোঝানো হচ্ছে না। আমরা ভালোর এরকম একটি ব্যাখ্যা দিতে পারি যেখানে "ক (এক শ্রেণীর মানুষ) খ (আর এক শ্রেণীর মানুষ)-র চেয়ে ভালো"—এ কথার অর্থ হল বিবর্তনের ধারাপথে ক-এর সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশী এবং খ-এর সংখ্যাহ্রাসের সম্ভাবনা বেশী। এক্ষেত্রে ভালোর অর্থ হল জীবনরক্ষার ব্যাপারে যোগ্যতর। সহজেই বোঝা যায় যে ভালোর এই রকম অর্থ কোন ভাবেই বিষয়ীনিষ্ঠ নয়। কিন্তু

বিষয়নিষ্ঠবাদীরা ভালোর এই ধারণাকে গ্রহণযোগ্য মনে করবেন না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বিষয়নিষ্ঠবাদীরা যখন সুন্দর ইত্যাদিকে বিষয়নিষ্ঠ বলেন, তখন তাঁরা যে শুধু ঐ ধারণাগুলির বিষয়ীনিষ্ঠ না হওয়ার কথাই বলছেন তা নয়। তাঁরা আরও কিছু বলছেন এবং Moore-এর মতে তাঁরা আসলে বলতে চাইছেন যে সুন্দর ইত্যাদি ধারণাগুলি স্বতঃমূল্যবান। যদি 'ভালো' বলতে বিবর্তনের ধারাপথে জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যতর বুঝি, তবে ভালোত্ব আর বস্তুর স্বতঃভাব (Intrinsic Nature)-এর উপর নির্ভরশীল থাকবে না, কারণ যদি বিবর্তনের গতি অন্যরকম হত, যদি প্রাকৃত নিয়মগুলি অন্যরকম হত, তবে ক, খ-এর থেকে ভালো (উল্লিখিত অর্থে) নাও হতে পারত। সুতরাং একটি উদাহরণ পেলাম যেখানে ভালোর ধারণাটি বিষয়নিষ্ঠ কিন্তু স্বতঃমূল্যবান নয়। যাই হোক Moore-এর মতে বিষয়নিষ্ঠ এবং বিষয়ীনিষ্ঠদের মধ্যে যে বিতর্ক সেই বিতর্কের মূলে রয়েছে স্বতঃমূল্য সম্পর্কে বিতর্ক। অর্থাৎ সুন্দর ইত্যাদি ধর্মগুলি স্বতঃমূল্যাত্মক কিনা—তা-ই হল বিতর্কের আসল বিষয়। বিষয়নিষ্ঠ মতবাদীরা বিষয়ীনিষ্ঠ মতবাদীদের বিরোধিতা করেন কারণ তাঁরা (বিষয়ীনিষ্ঠ মতবাদীরা) প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলির স্বতঃমূল্যকে অস্বীকার করেন। অপরপক্ষে বিষয়ীনিষ্ঠ মতবাদীরা বিরোধিতা

করেন কারণ তাঁরা (বিষয়নিষ্ঠ মতবাদীরা) প্রাসঙ্গিক ধারণাগুলির স্বতঃমূল্য অস্বীকার করেন না। বিষয়ীনিষ্ঠ মতবাদীরা স্বতঃমূল্যের ধারণাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।

Moore-এর মতে একটি মূল্যকে স্বতঃমূল্য বলার অর্থ হল যে ঐ মূল্যটির স্বতঃমূল্য আছে কিনা এবং থাকলে কী পরিমাণে আছে তা নির্ভর করে সম্পূর্ণত ঐ বস্তুটির স্বতঃভাবের (Intinsic Natue) উপর। Moore-এর এই সংজ্ঞায় দুটি কথা আছে। প্রথমটি হতে পারে না যে একটি অবস্থায় এক বস্তুর স্বতঃমূল্য আছে এবং অন্য অবস্থায় ঐ বস্তুটির স্বতঃমূল্য নেই। বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তি তার স্বতঃমূল্যের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন বস্তুর স্বতঃমূল্য কোন পরিমাণে একটি সময়ে থাকে তবে অন্য সময়েও সেই বস্তুটির স্বতঃমূল্য ঐ একই পরিমাণে থাকতে হবে। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বস্তুর স্বতঃমূল্যের পরিমাণের পরিবর্তন হতে পারে না। যদি হয়, তবে বুঝতে হবে বস্তুর স্বতঃমূল্য নির্ভর করে বস্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, বস্তুর স্বতঃভাবের উপর নয়। বস্তুগুলির ভিন্ন স্বতঃভাব আছে—একথা বলার অর্থ হল বস্তুগুলি একে অপরের সাথে পূর্ণত সদৃশ (Exactly alike) নয়। পূর্ণত সদৃশ নয় এ কথার অর্থ হল যে এরকম হতেই পারে যে একটি বস্তুর স্বতঃমূল্য আছে, অথচ অপরটির স্বতঃমূল্য নেই ; অথবা একটি বস্তুর যে পরিমাণে স্বতঃমূল্য আছে, অপরটির সেই পরিমাণে নেই। মোট কথা, Moore-এর মতে, যদি কোন বস্তুর স্বতঃমূল্য থাকে, তবে কোন অবস্থাতেই ঐ বস্তু তার স্বতঃমূল্যকে হারাতে পারে না এবং অধিকন্তু যে পরিমাণে স্বতঃমূল্য আছে সেই পরিমাণেরও কোন পরিবর্তন কোন অবস্থাতেই হবে না এবং বস্তুর স্বতঃমূল্য নির্ভর করে তার স্বতঃভাবের উপর। দুটি বস্তুর স্বতঃমূল্যের পার্থক্য হতে পারে না যদি তাদের মধ্যে স্বতঃভাবের পার্থক্য না থাকে।

স্বতঃ এই ধারণাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Moore আরও বলেন যে মূল্যাত্মক বিশেষণগুলি স্বতঃমূল্য ঠিকই, কিন্তু সেগুলি স্বতঃধর্ম (Intrinsic Predicate) নয়। স্বতঃধর্ম বস্তুর স্বতঃভাবকে যে ভাবে বর্ণনা করে, মূল্যাত্মক বিশেষণগুলি বস্তুর স্বতঃভাবকে সেই অর্থে বর্ণনা করে না। একটি বস্তুর স্বতঃবিশেষণগুলির সূচীকরণ বস্তুটির পূর্ণ বিবরণ দেয়, কিন্তু বস্তুটির পূর্ণ বিবরণের জন্য মূল্যাত্মক বিশেষণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, Moore-এর মতে, যেহেতু স্বতঃমূল্যের উপস্থিতি এবং তার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়, তাই একটি বস্তুর স্বতঃমূল্য থাকা কোন বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ কোন মূল্যনিরূপক কর্তার (Evaluating agent) উপর নির্ভর করে না। এই অর্থে স্বতঃমূল্য বিষয়নিষ্ঠ মতবাদের দ্যোতক। কিন্তু বিষয়নিষ্ঠ (অ-বিষয়ীনিষ্ঠ) হলেই যে তারা স্বতঃমূল্যাত্মক হবে এমন কথা বলা যায় না, যেমন পূর্বে উল্লিখিত ভালো-র ধারণাটি।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার চর্চা শুরু হওয়ার অনেক আগেই Moore স্বতঃমূল্য নিয়ে তাঁর আলোচনা করেছেন। কিন্তু Moore-এর মত আলোচনা করলাম

এই কারণে যে পরবর্তীকালে স্বতঃমূল্য নিয়ে অনেক আলোচনাই Moore-এর দ্বারা প্রভাবিত। পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা প্রসঙ্গে যাঁরা স্বতঃমূল্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে Robin Attfield-কে দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক্।

Attfield স্বতঃমূল্যকে পরতঃমূল্যের বৈপরীত্যেই বোঝেন। Attfield-এর বক্তব্য হল যে পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিসের (জড় ও প্রাণী) নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে। যাদের নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে, তাদের একটি নৈতিক অধিষ্ঠান থাকার জন্যই তাদের সাথে আমাদের ব্যবহারের একটি নৈতিক আঙ্গিক আছে।[২] কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলি নিজেরাই মূল্যবান এবং তাদের মূল্যবান হওয়ার কারণ তাদের বাইরে কোন কিছু নয়। যদি কোনকিছু নিজেই মূল্যবান হয়, তাকে মূল্যবান মনে করার কারণ সেই বস্তুটি নিজেই, তার বাইরের কোন কারণ নয়। যদি 'ক' বস্তুটি এমন হয় যে তার স্বতঃমূল্য আছে, তবে ক-এর বৃদ্ধিতে সাহায্য করা, ক-কে পেতে চাওয়া, ক-কে ভালো লাগা— ইত্যাদির কারণ ক-এর স্বরূপ বা ক-এর নিজের ভালো/মন্দ থেকেই নিঃসৃত হবে ; ক-এর সাথে আমাদের যে ব্যবহার তার কারণ ক-এর কোন বহিরঙ্গ ধর্ম নয়, যেমন ক আমাদের কী কী উপকারে লাগে ইত্যাদি। কোন জিনিসের স্বতঃমূল্য থাকা এবং তার সাথে আমাদের অনুরূপ ব্যবহার—এই দুইয়ের সম্পর্ক লক্ষণীয় বলে Attfield মনে করেন।

যে আমরা যদি আমাদের সাধারণ নৈতিক চিন্তার দিকে

মনে করেন।

Attfield মনে করেন যে আমরা যদি আমাদের সাধারণ নৈতিক চিন্তার দিকে তাকাই, তবে দেখব যে কিছু কিছু জিনিসের স্বতঃমূল্য আছে বলে আমরা মনে করি। যদি কোন নারীর এমন সন্তান জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে সন্তান জন্মালে পর ভয়ঙ্কর ভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে সারা জীবন তাকে কাটাতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে সেই নারীর সন্তানসম্ভবা না হওয়াই উচিত। আমাদের এই বলার পিছনে কারণ হল যে আমরা মনে করি ঐ সম্ভাব্য সন্তানটির জীবনের মূল্য আছে এবং এই মূল্য ঐ সন্তানটির জীবন থেকেই আসছে, ঐ সন্তান কী উপকারে লাগবে নাকি লাগবে না, তা এখানে বিচার্য নয়। অর্থাৎ আমরা মনে করি যে সন্তানটির জীবনের নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে এবং আমাদের এই মনে করা ঐ নারীর সন্তান জন্ম দেওয়া নামক কাজটির নৈতিক মূল্যায়ন করতে নির্ধারণ করে।

উপরন্তু কোন জিনিসের পরতঃমূল্য স্বীকার করলে পরতঃমূল্যের কারণের এক প্রবাহ (Series) আমরা পাই। অর্থাৎ ক-এর মূল্য খ-এর জন্য, খ-এর মূল্য গ-এর জন্য ইত্যাদি। এই প্রবাহ একস্থানে এসে থেমে যায় এবং তা হল সুখ। সুখ মূল্যবান অন্য কিছুর জন্য নয়, সুখ মূল্যবান সুখের জন্যই। ফলে আমরা যদি আমাদের কাজের কারণ খুঁজতে বেরোই, তবে যে কারণপ্রবাহ পাব সেই প্রবাহের একেবারে শেষে থাকবে সুখ। কিন্তু যদি সুখকে আমাদের কাজের কারণ হিসেবে স্বীকার না করি তখন আর কাকেই বা কারণ হিসেবে গ্রহণ করব? একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সকল সুখই

মূল্যবান নয়, কিন্তু কোন্ কোন্ সুখ মূল্যবান এবং কতখানি সুখ মূল্যবান—এই আলোচনা যে হতে পারে—তা-ই প্রমাণ করে যে সুখ স্বতঃমূল্যবান।

মূল্য চর্চার (Value discourse) একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে মূল্য-চিন্তন আমাদের ইচ্ছাকে অনুকূল কাজ করতে প্রণোদিত করে। কোন জিনিসকে স্বতঃমূল্যবান মনে করলে পর ঐ জিনিসটির সাথে আমাদের এক নির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। অবশ্য এটি হতেই পারে যে কোন কিছুর স্বতঃমূল্য স্বীকার করেও তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার আমরা করলাম না, যেমন আমার কোন কিছু করা কর্তব্য স্বীকার করেও আমি সেই কাজ করলাম না ; এটি কিন্তু এক ধরনের অস্বাভাবিক (Deviant) ব্যবহার। Attfield মনে করেন যে কোন কিছুর স্বতঃমূল্য আছে, একথা স্বীকার করলে পর তার সমৃদ্ধি-চাওয়া, তাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং কোন কিছুর উপর স্বতঃমূল্যের আরোপ সেই বস্তুর সাথে আমাদের ব্যবহারকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

Attfield-এর মতে একটি প্রাণীর ভালো/মন্দের কথা আমরা বলতেই পারি যে ভালো/মন্দ মোটেই বক্তার প্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল নয়। গাছেদের সুস্থতা/অসুস্থতার কথা বলতে পারি, তাদের আগ্রহ বা উদ্যম (Interest) আছে একথাও বলা যায়। সুতরাং তাদের ভালো/মন্দ আছে এবং এই ভালো/মন্দ বক্তার প্রেক্ষিত থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে বিদ্যামান। একটি প্রাণীর ভালত্বকে বৃদ্ধি করা বা রক্ষা করা নামক কাজ নৈতিক কর্তা করেন। অথবা প্রাণীটির নিজের স্বার্থবুদ্ধিও (Prudence) তাকে সেই কাজ করতে সাহায্য করে। এক রোগীর রোগমুক্তি (যেটি রোগীর নিজের পক্ষে ভালো) চিকিৎসকের সুচিন্তিত চিকিৎসার ফলে হতে পারে অথবা রোগীর কঠোর ভাবে চিকিৎসকের নির্দেশ পালন (নিয়মিত ওষুধ ও পথ্য সেবন)-এর জন্যও হতে পারে।

যাঁরা স্বতঃমূল্যকে শেষপর্যন্ত মূল্যদাতাতে অথবা মূল্যদাতা

...(নিয়মিত ওষুধ ও পথ্য সেবন)-এর জন্যও হতে পারে।

যাঁরা স্বতঃমূল্যকে শেষপর্যন্ত মূল্যদাতাতে অথবা মূল্যদাতা এবং মূল্যবান বিষয়ের সম্পর্কের মধ্যে অবস্থিত বলে মনে করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে Attfield বলেন যে যদি তাই হয়, তবে মূল্যবোধ নিয়ে বিতর্ক আর বিতর্কের পর্যায়েই থাকবে না, কারণ সকলেই তার নিজের নিজের মানসিকতাকে প্রকাশ করছে মাত্র। মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিতর্কের যে দার্শনিক গুরুত্ব তা হারিয়ে যাবে। মূল্যবোধ সম্পর্কিত যে মতানৈক্য সেটি যথার্থ মতানৈক্যই হবে না। আমার যা ভালোলাগে তা-ই আমার কাছে মূল্যবান। বিতর্কের অবকাশ কোথায়? উপরন্তু কেউই আর তার নিজের মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেবে না কারণ স্বীয় মূল্যবোধকে বিচারপূর্বক প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা আর তার থাকবে না। ফলে মূল্যবোধের জগতে এক ধরনের নৈরাজ্য ও সংশয়বাদের প্রতিষ্ঠা হবে যা Attfield-এর কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

Paul Taylor স্বতঃমূল্যের ধারণাকে দেখেন পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা নামক ব্যাপকতর ধারণার অংশ হিসেবে।[৩] পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতার যে উল্লেখ Taylor করেছেন, তাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান আমরা পাই। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা ব্যাপারটি কী তা জানা দরকার। পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা বলতে কী বোঝায়—

৩। Paul Taylor, *Respect For Nature*, Pri... 1986, pp.59-98

Taylor-এর কাছে এটি একটি মৌল প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ, পরিবেশের প্রতি জীবকেন্দ্রিক (Biocentric) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত। Taylor-এর মতে জীবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই হল যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই প্রেক্ষিত মানুষের যথার্থ স্থান নির্ধারণ করে দেয়। তৃতীয়তঃ পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিবেশের সাথে ব্যবহারের পিছনে যে নৈতিক মানদণ্ড এবং নিয়মগুলি আছে তাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

Taylor যে শ্রদ্ধার ধারণার উল্লেখ করেছেন, তাকে বিশ্লেষণ করলে দুটি কথা আমরা পাই ঃ ১। জীবের ভালো/মন্দের ধারণা ও ২। আন্তরমূল্যের (Inherent worth) ধারণা। পৃথিবীতে কিছু কিছু জিনিস সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে তাদের নিজেদের ভালো/মন্দ আছে এবং অপর কিছু কিছু জিনিস আছে তাদের সম্বন্ধে একথা বলার কোন অর্থই হয় না যে তাদের নিজেদের ভালো/মন্দ আছে। একটি শিশু সম্পর্কে অথবা একজন ছাত্র সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি কিসে তার ভালো হবে অথবা কিসে তার মন্দ হবে। একমুঠো বালি অথবা এক টুকরো পাথর সম্বন্ধে একথা বলা নিরর্থক যে কিসে তার ভালো/মন্দ হবে। যদি অন্য কোন জিনিসের প্রসঙ্গ না এনেই কোন কিছুর ভালো/মন্দ ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সেই কোন কিছুর নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে একথা আমরা বলতেই পারি। কী করলে কোন জিনিসের ভালো হয় এবং কী করলে কোন জিনিসের মন্দ হয়—একথাও আমরা ভাবতে পারি। এক্ষেত্রে আমরা উপকার এবং অপকার-এর ধারণা আনতে পারি। একটি জিনিসের প্রতি উপকার করার অর্থ হল সেই জিনিসের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা অথবা তার প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে বাধা দেওয়া। অপকার বলতে ঠিক এর বিপরীতটিই বুঝব। সুতরাং কোন জিনিসের ভালোকে ত্বরান্বিত করার অর্থ হল এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যে পরিস্থিতিটি ঐ জিনিসের পক্ষে অনুকূল হবে অথবা ঐ জিনিসটির পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে ধ্বংস করা।

কোন্ ধরনের জিনিসের নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে—এই প্রশ্নের উত্তরে Taylor বলেন যে যদি কোন জিনিস উপকার/অপকারের বিষয় হয়, তবে সেই জিনিসের নিজের ভালো/মন্দ আছে। সুতরাং শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণী এবং গাছপালাদের নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে, কারণ তারা উপকার/অপকারের বিষয় হতে পারে। একটি প্রজাপতি সম্বন্ধে আমরা একথা বলতেই পারি যে কোন্ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সে বাঁচবে এবং বংশবৃদ্ধি করতে পারবে এবং কোন্ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। এখানে প্রকৃতপক্ষে যা হল যে আমরা প্রজাপতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিসে তার অনুকূল পরিস্থিতি হয় এবং কিসে তার প্রতিকূল পরিস্থিতি হয় দেখে নিলাম। গাছপালাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার ধারণার মধ্যে নিহিত দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ধারণা হল আন্তরমূল্যের (Inherent worth) ধারণা। কোন জিনিসের আন্তরমূল্য স্বীকার না করলে তার প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা আমাদের গড়ে ওঠে না। Taylor আন্তরমূল্যের ধারণাকে উপযোগিতা (Merit) বা পরতঃমূল্যের ধারণার বিপরীতে বুঝেছেন। যখন কোন মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি শুধু সে মানুষ বলেই, তখন সেই মানুষের আন্তর-

মূল্য আছে বলে আমরা স্বীকার করি। সুতরাং কোন সত্তার আন্তরমূল্য থাকাই তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার মানসিকতাকে নির্ধারিত করে। Taylor অবশ্য মনে করেন যে আন্তরমূল্য এবং নিজস্ব ভালো/মন্দ এই দুই ধারণাকে এক বলে ভাবা উচিত হবে না। Taylor আরও বলেন যে কোন কিছুর নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে মানেই এই নয় যে সেই কোন কিছুর প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। এটি বলা মোটেই অসঙ্গত নয় যে কোন সত্তার নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে কিন্তু সেই সত্তার ভালো/মন্দকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য নয়। এমন হতেই পারে যে সেই সত্তার ভালো/মন্দ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু Taylor-এর বক্তব্য হল সেই কর্তব্য ঐ সত্তার ভালো/মন্দের ধারণা থেকে নিঃসৃত হয় না। সুতরাং আমাদের কর্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করার জন্য শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট নয় যে সত্তাটির নিজস্ব ভালো/মন্দ আছে।

এই প্রসঙ্গেই Taylor আন্তরমূল্যের ধারণা সংযোজিত করেছেন। যখন একজন নৈতিক কর্তা বুঝবেন যে একটি সত্তার আন্তরমূল্য আছে, কেবল তখনই সেই কর্তা ঐ সত্তাটির সাথে একটি নির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের কর্তব্যতা অনুভব করবেন এবং কেবল তখনই ঐ সত্তাটি কর্তার শ্রদ্ধার মানসিকতার যথার্থ বিষয় হবে। কাজেই শ্রদ্ধা আসে আন্তরমূল্যের ভাব থেকে এবং আন্তরমূল্যই জন্ম দেয় কর্তব্য বোধের। যখন একজনের শ্রদ্ধার মানসিকতা তৈরী হয়, তখনই ঐ শ্রদ্ধেয় বিষয়ের সাথে কর্তার ব্যবহার এক নির্দিষ্ট পথে এগোয়; অর্থাৎ কর্তা ঐ শ্রদ্ধেয় বিষয়ের ক্ষতি না করার সিদ্ধান্ত নেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value)-র সাথে আন্তরমূল্য (Inherent Value)-র পার্থক্য করেছেন। Taylor-এর মতে তারই স্বতঃমূল্য আছে বলব যদি সেই জিনিসটিকে মূল্যবান বলে মনে করি কারণ সে আমাদের সুখ দেয় এবং আমরা তার সুখজনকত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করি। অর্থাৎ কোন জিনিস যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হয় এবং সেই আকাঙ্ক্ষার কারণ জিনিসটি নিজেই, অন্য কোন কারণে সেই জিনিসটি আকাঙ্ক্ষিত নয়, তখন ঐ জিনিসটির উপর আমরা স্বতঃমূল্য আরোপ করি। অপরপক্ষে সেই বস্তুগুলির আন্তরমূল্য আছে বলব যাদের সংরক্ষণ করা উচিত বলে মনে করি তাদের কোন উপযোগিতা আছে বা তাদের কোন বাণিজ্যিক মূল্য আছে বলে নয়, বরঞ্চ তাদের সৌন্দর্য বা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্যই তারা সংরক্ষণীয়। শিল্পকর্ম, প্রাকৃতিক বিষয়গুলি অথবা ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি এইজাতীয় পদার্থ। ধরুন কোন এক বিশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আপনাকে একটি ফুলদানী দিয়েছিলেন, যে ধরনের ফুলদানী দোকানে অনায়াস লভ্য। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট ফুলদানীটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে আপনার কাছে অর্থাৎ ঐ ফুলদানীটির আন্তরমূল্য আছে আপনার কাছে এবং সেই কারণেই ঐ ফুলদানীটি আপনার কাছে সংরক্ষণযোগ্য। লক্ষণীয় হল যে আন্তরমূল্য এই অর্থে কর্তার মূল্যায়ন সাপেক্ষ ও মূল্যায়ন নির্ভর। যদি শিল্পকর্মের রস আস্বাদন করার ক্ষমতা মানুষের না থাকত, তবে তাদের কোন আন্তরমূল্য থাকত না। সুতরাং Taylor-এর মতে বস্তুর আন্তরমূল্য আছে কেবল মানুষ তাকে সেই দৃষ্টিতে দেখে বলেই।

এইবার আন্তরমূল্য সম্পর্কিত Taylor-এর মতকে একত্রে আনা যাক্। প্রথমতঃ কোন সত্তার আন্তরমূল্য আছে বলার অর্থ হল ঐ সত্তাকে নৈতিকতার বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ নীতিশাস্ত্রের আলোচনার পরিধির মধ্যে ঐ সত্তাকে স্থান দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সত্তার (যার আন্তরমূল্য আছে) পক্ষে যা ভালো তার সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন করা সকল নৈতিক কর্তার কর্তব্য এবং নৈতিক কর্তারা এই কাজটি করবেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, কেবল ঐ আন্তরমূল্যবান্ সত্তার ভালোর জন্যই। তৃতীয়ত, যদি কোন সত্তাকে নৈতিকতার বিষয় হিসেবে স্বীকার করা হয়, কেবল তখনই ঐ সত্তার সাথে আমাদের ব্যবহারও নৈতিকতার বিষয় হবে ; অর্থাৎ ঐ সত্তার সাথে আমাদের ব্যবহার কীরকম হওয়া উচিত অথবা কীরকম হওয়া উচিত নয়—সেই সম্পর্কে নীতিশাস্ত্রের মধ্যে থেকে আলোচনা করা যাবে। একটি সত্তা তখনই শ্রদ্ধার দাবী করতে পারে যখন সে নৈতিকতার বিষয় হওয়ার স্বীকৃতি পায়। যে নৈতিকতার বিষয় হয়, সে শ্রদ্ধার দাবী করতে পারে, এবং যার আন্তরমূল্য আছে সেই নৈতিকতার বিষয় হয়।

Callicott অবশ্য মনে করেন যে যাঁরা স্বতঃমূল্যকে কোন প্রাকৃত ধর্মের (Natural Properties) দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।[৪] এই প্রশ্ন সর্বদাই উঠতে পারে যে যৌক্তিকতা, আত্মসচেতনতা, নৈতিক স্বাতন্ত্র্য-এর যে কোন একটি দিয়েই স্বতঃমূল্যকে বোঝার চেষ্টা করা যাক্ না কেন, এগুলিকে নিঃশর্ত ভাবে ভালো বলব কেন এবং এই ধর্ম সম্পন্ন জীবকেই বা কেন স্বতঃমূল্যবান্ বলব। এই প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। আসলে Taylor মনে করেন যে যৌক্তিকতা ইত্যাদি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ, মূল্যায়ন নিরপেক্ষ ভাবে আছে—

এই ধারণাটির সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, যদি স্বতঃমূল্যের ধারণাটিকে কোন অ-প্রাকৃত (Non-natural) ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে সেই অ-প্রাকৃত ধর্ম সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরা যাবে না, তাকে জানার জন্য এক বিশেষ ধরনের নৈতিক প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হবে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত করে নৈতিক প্রত্যক্ষের কথা বলবে এবং এক ধরনের নৈরাজ্য এসে পড়বে নৈতিক জগতে।

এই কারণে Callicott অন্য পথে এগিয়েছেন। Callicott, Hume-এর যে কথা-মূল্য অবস্থান করে ব্যক্তির চোখেই—তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। Hume-এর এই কথার সাথে স্বতঃমূল্য নির্ভর পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার বিরোধ আছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের সাথে Callicott এক মত নন। Hume-এর এই বক্তব্যের সাথে অনায়াসে একথাও বলা যায়, Callicott-এর মতে, যে বস্তুকে মূল্যবান মনে করা যায় তার নিজের জন্যই এবং সেই বস্তুকেই মূল্যবান মনে করা যায় যে কোন উপকার করে বলে। একটি নবজাত শিশুকে মূল্যবান মনে করা যায় কারণ সে পরিবারের মানব সম্পদ হিসেবে কাজ করে, কারণ সে ভবিষ্যতে পরিবারের অর্থনীতিতে সাহায্য করবে ইত্যাদি। আবার ঐ শিশুটিকেই মূল্যবান মনে করা যায় কেবল সে শিশু বলেই, যেন এক মুঠো সুখ/আনন্দ।

Callicott স্বতঃমূল্য এবং আন্তরমূল্যকে পৃথক করেছেন। স্বতঃমূল্য পুরোপুরি বিষয়নিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে মূল্যদাতা ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান। আন্তরমূল্য, Callicott-এর মতে, মূল্যদাতা ব্যক্তির থেকে স্বতন্ত্র নয়। আন্তরমূল্য ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করে না। একটি বস্তুকে তার নিজের জন্যই তাকে মূল্য যেওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবোধের উৎস ব্যক্তিটি। আমরা মূল্যবোধের দর্পণে বস্তুকে দেখি এবং বস্তুর উপর মূল্য আরোপ করি এবং অবশ্যই আন্তরমূল্য আরোপ করি কিছু কিছু বস্তুর উপর। Darwin-এর তত্ত্বকে অনুসরণ করে বলা যায় যে বিবর্তনের ধারা পথে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ ধরনের মূল্যবোধের জন্ম হয়েছে যেগুলি মানুষ নামক প্রজাতিকে টিকে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। যদি মূল্যবোধের উৎস ব্যক্তি হয়, তবে সবই কি ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়বে? Callicott এই আমূল সাপেক্ষবাদ (Relativisim) বন্ধ করার জন্য অনুভবের ঐক্যমত (Consensus of Feeling)-এর কথা বলেছেন। প্রাকৃত নির্বাচন (Natrual Selection)-এর মাধ্যমে মানুষের শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে যেমন একটি সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে, অনুভবের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সকলের মধ্যেই এই অনুভবগুলি গড়ে উঠেছে কারণ সেই অনুভবগুলি পরিবেশের মধ্যে মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। আমূল ভিন্ন অনুভব সম্পন্ন মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হবে এই পৃথিবীতে। তাই প্রকৃতির নিয়মেই কম-বেশী সাদৃশ্য আছে বিভিন্ন মানুষের অনুভবের ক্ষেত্রে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে Callicott মনে করেন যে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার প্রয়োজন একধরনের অ-পরতঃমূল্যের, কিন্তু তা বলে এক আমূল ব্যক্তি সাপেক্ষতা দিয়েও কোন সুবিধা হবে না। বিষয়ীনিষ্ঠা এবং বিষয়নিষ্ঠা—এই দুটিকে সম্বদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন Callicott তাঁর আন্তরমূল্যের ধারণায়। শুদ্ধ বিষয় বা শুদ্ধ বিষয়ী—এর কোনটাই আমরা জগতে পাই না। বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্য মুছে গেছে Quantum পদার্থবিদ্যার আবির্ভাবের ফলে। বিষয় সর্বদাই বিষয়ীর দ্বারা অনুষক্ত এবং বিষয়ী সর্বদাই বিষয়ের দ্বারা অনুবিদ্ধ। পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যদি এই শিক্ষা গ্রহণ করি, তবে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ বিষয়ীনিরপেক্ষ স্বতঃমূল্যের ধারণা অসমর্থনযোগ্য। কিন্তু একই সাথে পরিবেশের আন্তরমূল্য আছে—একথা বলতেই পারি এবং ফলে নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়বদ্ধতার কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে Callicott-এর সাথে Rolston III-এর সাদৃশ্য আছে। Callicott-এর মত Rolston III বিষয় এবং বিষয়ীকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেন, যদিও পরিবেশনিষ্ঠ মূল্যের ক্ষেত্রে Rolston III অনেকটাই বিষয়ের প্রাধান্যের দিকে ঝুঁকেছেন।[৫] Quantum পদার্থবিদ্যার প্রসঙ্গ এনে Rolston III দেখানোর চেষ্টা করেন বিষয়ী-বিষয়ের স্পষ্ট পার্থক্য আর আমরা স্বীকার করতে পারব

৫। Holmes Rolston III, "Are val...
*Environmental E...*

না এবং দেশ, কাল ইত্যাদি ধারণার যে বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা ভাবতাম তা বোধহয় আর ভাবা যাবে না। তা বলে কিন্তু Rolston III একথা স্বীকার করেন না যে বিষয়ীতাবাদের জয়জয়কার হচ্ছে। আমরা সকলেই একথা বিশ্বাস করি যে প্রাকৃত জগতে বিষয়ী স্বতন্ত্র ভাবে অনেক কিছু ঘটে। প্রকৃতিতে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা আমাদের মনের সৃষ্টি নয়; হয়ত সেই ঘটনাগুলিকে জানার সময় আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হই। বহির্জগতে এমন অনেক বস্তু আছে বা ঘটনা ঘটে যা আমাদের মূল্যাত্মক অবধারণ (Value Judgement) নির্ধারণ করে। মূল্যাত্মক অবধারণ জগৎ সম্পর্কে কিছু যথার্থ সংবাদ দেয়। বৈজ্ঞানিক অবধারণের মত মূল্যাত্মক অবধারণ জগতের সাথে আনুরূপ্য (Correspondence) সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমরা যদি জগৎ অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের gene এর গঠন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করি, তবে দেখব যে ঐ ঘটনাগুলি মানুষের নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রাকৃত জগতে ঐ ঘটনাগুলি নিরন্তর ঘটে চলেছে। একথা ঠিকই যে যতই আমাদের তত্ত্বগুলি শাণিত হবে, ঐ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও ততই বিশদ হবে ; তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে বহির্জগৎ নিজেকে ক্রমশই ভেঙে গড়ে নতুন নতুন করে নির্মাণ করে চলেছে। জ্ঞান লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য বহির্জগতে এমন কিছু থাকতে হবে যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে উস্কে দেয় অথবা যার সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা খাপ খায়। Rolston III দাবী করেন যে মূল্যায়ন কাজটি পরিবেশের মধ্যেও হয়, এবং পরিবেশ সম্পর্কেও আমরা করে থাকি। আমরা যেমন পরিবেশের উপর মূল্য আরোপ করি, পরিবেশও তেমনি আমাদের কাছে মূল্য পরিবহন করে। Rolston III যেহেতু পরিবেশের বিষয়নিষ্ঠ মূল্য স্বীকার করেন, তাই পরিবেশের স্বতঃমূল্য, যে স্বতঃমূল্য মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে, তা মানতে Rolston III-এর কোন আপত্তি নেই।

এতক্ষণ আমরা স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্যের পর্যালোচনা করলাম। Moore এই আলোচনা করেছেন তাঁর নীতিবিদ্যার তত্ত্বের প্রেক্ষিতে। Attfield, Taylor, Callicott এবং Rolston III অবশ্য তাঁদের আলোচনা করেছেন পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার প্রসঙ্গেই। এই আলোচনা থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার যে স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান হল বিষয়নিষ্ঠা-বিষয়ীনিষ্ঠা সম্পর্কিত বিতর্ক। বিষয়নিষ্ঠা-বিষয়ীনিষ্ঠার বিতর্কে একজন দার্শনিক কোন্ পক্ষ সমর্থন করবেন, তার উপর নির্ভর করে তাঁর স্বতঃমূল্য সম্পর্কে তত্ত্ব কী ধরনের হবে। বিষয়নিষ্ঠার সমর্থক স্বতঃমূল্য সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা পোষণ করেন, আবার বিষয়ীনিষ্ঠার সমর্থক স্বতঃমূল্য সম্পর্কে অন্য ধারণা পোষণ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে Moore যা বলেছিলেন তার উল্টো কথাটিই ঠিক, অর্থাৎ স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত বিতর্কটি আসলে বিষয়নিষ্ঠা-বিষয়ীনিষ্ঠা সম্পর্কিত বিতর্ক।

অবশ্য একথা ঠিক, যা Moore মনে করেন, যে স্বতঃমূল্যকে বুঝতে হবে স্বতঃধর্মর (Intrinsic Property) মধ্য দিয়েই। যখন একটি জিনিসের স্বতঃমূল্য থাকে তা থাকে জিনিসটি নিজে যা তার জন্যই, জিনিসটির কোন বহিরাগত ধর্মের জন্য নয়। কিন্তু

Moore যে বলেন স্বতঃমূল্য হল একটি আন্তর্জাগতিক (Transworld) ধর্ম—সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকেই যায়। একটি জিনিসের যে ধর্মগুলি থাকে, জটিল ও দীর্ঘ বিবর্তনের ধারাপথে ঐ ধর্মগুলি ঐ জিনিসটির মধ্যে উৎপন্ন হয়েছে। এক সম্ভাব্য জগতে (Possible World) বিবর্তনের ধারা ভিন্ন হতেই পারে এবং ফলে ঐ সম্ভাব্য জগতে জিনিসের ধর্মগুলির পরিবর্তন হতেই পারে। এবং যদি স্বতঃমূল্যকে বোঝা হয় ধর্মের মাধ্যমে, তা সে স্বতঃধর্ম হলেই বা কি, দেখা যাচ্ছে যে সম্ভাব্য জগতে স্বতঃমূল্যের পরিবর্তন হতেই পারে। অর্থাৎ বাস্তব জগতে একটি জিনিসের স্বতঃমূল্য আছে অথচ সম্ভাব্য জগতে ঐ জিনিসটির স্বতঃমূল্য নেই—এমনটি হতেই পারে। ধর্ম যদি আন্তর্জাগতিক না হয়, স্বতঃমূল্যও আন্তর্জাগতিক নয়।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে স্বতঃমূল্যের পরিমাণ (Degree)-এর কথা আমরা বলতে পারি না। অর্থাৎ একটি জিনিস একসময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বতঃমূল্যবান, অপর এক সময় অন্য পরিমাণে স্বতঃমূল্যবান্ এই কথা আমরা বলতে পারি না। স্বতঃমূল্যের পরিমাণের কথা তখনই আমরা বলতে পারি যদি স্বতঃধর্মের পরিমাণের কথা বলতে পারি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে স্বতঃধর্মের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটলে বস্তুর স্বরূপেরও পরিবর্তন ঘটবে। স্বতঃধর্ম পরিবর্তিত হলে বস্তুটির গঠনের পরিবর্তন ঘটে।

পরিবর্তন ঘটে।

স্বতঃমূল্যের ধারণাটি যে পরতঃমূল্যের ধারণার বিপরীত এই নিয়ে কোন বির্তক নেই। কিন্তু যেই মুহূর্তে স্বতঃমূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ বলা হয় সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ওঠে স্বতঃমূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ-বিষয়ীনিষ্ঠ বিতর্কের মধ্যে ঠিক কোথায় ফেলব। স্বতঃমূল্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে, বিষয়ীনিষ্ঠার বিরুদ্ধে। কোন জিনিসকে বিষয়ীনিষ্ঠ বলার অর্থ হল, সেই জিনিসটির প্রতি বিষয়ীর একটি নির্দিষ্ট মানসিক প্রবৃত্তি আছে এই কথা বলা। যদি কোন জিনিসকে বিষয়ীনিষ্ঠ মূল্যবান বলা হয়, তার অর্থ হল ঐ জিনিসটির প্রতি বিষয়ীর গ্রহণের প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু কোন জিনিসের স্বতঃমূল্য বিষয়ীর মানসিক প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে না ; বরঞ্চ তা নির্ভর করে জিনিসটির স্বীয় ধর্মের উপর।

তবে কি আমরা বলব যে স্বতঃমূল্যের ধারণাটি বিষয়নিষ্ঠ? বিষয়নিষ্ঠার দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ এক্ষেত্রে করা যেতে পারে।[৬] একটি ব্যাখ্যাকে বলা যায় উদার ব্যাখ্যা (Liberal interpretation) এবং অপরটিকে বলা যেতে পারে কট্টর ব্যাখ্যা (Orthodox interpretation)। কট্টরপন্থী ব্যাখ্যায় যদি একটি মূল্য বিষয়নিষ্ঠ হয়, তবে ঐ মূল্যটি তার অধিকরণে থাকে মূল্যনিরূপক স্বতন্ত্রভাবে এবং ঐ মূল্যটিকে বোঝার জন্য মূল্যনিরূপক ব্যক্তির কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু উদারনৈতিক ব্যাখ্যায় কোন মূল্যকে বিষয়নিষ্ঠ বলার অর্থ এই নয় যে ঐ মূল্যটি তার অধিকরণে মূল্যনিরূপক স্বতন্ত্রভাবে থাকে, কিন্তু ঐ মূল্যটিকে বুঝতে গেলে মূল্যনিরূপকের

৬। John O'Neill "Th...

মানসপ্রবৃত্তি স্বতন্ত্রভাবেই বোঝা যায়। আমি উদারনৈতিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। কট্টরপন্থী ব্যাখ্যায় মূল্য বিষয়নিষ্ঠ হলে মূল্যটি মূল্যনিরূপক স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করে এবং মূল্যটিকে বোঝার জন্য মূল্যনিরূপণের প্রসঙ্গ আনার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সত্তা (Existence) এবং ব্যাখ্যা (Interpretation)—এই উভয় দিক থেকেই মূল্যটি মূল্যনিরূপক স্বতন্ত্র। কিন্তু উদারনৈতিক ব্যাখ্যায় মূল্যটি সত্তার দিক থেকে মূল্যনিরূপক নির্ভর, যদিও মূল্যটি মূল্যনিরূপকের মানসিক প্রবৃত্তি নির্ভর নয়। মূল্যটিকে বোঝার জন্য, ব্যাখ্যা করার জন্য মূল্যনিরূপণের প্রসঙ্গ আনার কোন প্রয়োজন নেই।

আমার বক্তব্য হল যে যদি বলি যে 'ক' হল এমন এক বস্তু যাতে স্বতঃমূল্য আছে, তাহলে এই দাবী করার সাথে সাথে পুরো মূল্যকথার (Value discourse) প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং এই মূল্যকথা বা মূল্য সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে আসে মানুষী দৃষ্টি (Human perspective) বা মানুষী ধারণাতন্ত্র (Human conceptual scheme)। কথাটিকে একটু ব্যাখ্যা করা যাক। যদিও 'মূল্য' কথাটিকে নানা জন নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ঐ সকল ব্যাখ্যাগুলিকে তিনটি দলে ফেলা যেতে পারে ঃ প্রথমতঃ 'মূল্য' শব্দটিকে কখনো কখনো বিমূর্ত বিশেষ্য (Abstract noun) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে আবার (ক) সংকীর্ণ অর্থে 'মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় ভালো (Good), কাঙ্ক্ষিত (Desirable), প্রয়োজনীয় (Worthwhile) ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং (খ) ব্যাপক অর্থেও 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সকল রকমের ন্যায়, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য, সত্য, পবিত্রতা ইত্যাদি বোঝাতে। যদি আমরা মূল্যকে সরলরেখার ছবির দ্বারা উপস্থাপন করি তবে বলতে পারি যে উপরোক্ত অর্থে মূল্য ঐ সরলরেখার যোগের (plus) দিকে

পড়ে এবং ঐ সরলরেখার বিয়োগ-এর (minus) দিকে যা পড়বে তা-ই মূল্যহীন (Disvalue) বলে পরিচিত হবে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে 'মূল্য' শব্দটি হল সকল প্রকার সমালোচনাত্মক (Critical, যা বিবরণাত্মক বা Descriptive-এর বিরোধী) বিশেষণের এক বর্গীয় (Generic) নাম। দ্বিতীয়তঃ 'মূল্য' শব্দটি কখনও কখনও মূর্ত বিশেষ্য (Concrete noun) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে 'মূল্য' শব্দটি দিয়ে (ক) যা মূল্যবান বা যাকে মূল্যবান বলে মনে করা হয় তাকে বোঝানো হয়, যেমন আমি সততাকে মূল্যবান বলে মনে করি, অথবা অত্যন্ত প্রাচীন একটি ঘড়িকে আমি মূল্যবান বলে মনে করি। তৃতীয়তঃ 'মূল্য' শব্দটি দিয়ে মূল্যায়ন করা নামক কাজটিকেও বোঝানো হয় যে কাজের ফলে আমরা একটি মূল্যাত্মক অবধারণ পাই।

এই তিন প্রকার ব্যবহার এর আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে প্রথম ব্যবহারটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যেখানে 'মূল্য' শব্দটিকে এক বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যবহার প্রথম ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যদি কারও এক বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে মূল্য কী তার ধারণা না থাকে, তবে তাঁর কী করে ধারণা হবে যে কোন্ জিনিসটি মূল্যবান অথবা মূল্যায়ন কাজটি

কী ধরনের কাজ? একটু আগেই দেখেছি যে প্রথম বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে 'মূল্য' শব্দটি ভালো, কাঙ্ক্ষিত, ন্যায়, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি ধারণার সাথে সম্পর্কিত। তাই আমরা যখন এই অর্থে 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন মূল্য নিয়ে কথা বলতে গেলে ভালো, কাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি ধারণাগুলির প্রসঙ্গও আসবে। এখন এই ভালো, কাঙ্ক্ষিত ইত্যাদির প্রসঙ্গ এলে একটি জটিল চিন্তাতন্ত্রের প্রসঙ্গ আসবে, যে তন্ত্রের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য জড়িত এবং এই চিন্তাতন্ত্র একটি গাছের উপর অথবা একটি নদীতে, অথবা মানুষ্যেতর কোন প্রাণীর উপর আরোপ করা ব্যাপারটি কী— তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না। একটি মূল্যাত্মক অবধারণ আরোপ করার অর্থ হল আরও অনেক সম্বদ্ধ মূল্যাত্মক অবধারণের আরোপ এবং এখানেই সমস্যার মূল প্রোথিত। কোন একটি সত্তা একটি মূল্যাত্মক অবধারণ করার ক্ষমতা তখনই রাখে যখন তার আরও অনেক মূল্যাত্মক অবধারণ করার ক্ষমতা থাকে। এবং এই মূল্যাত্মক অবধারণতন্ত্র একমাত্র মানুষেরই থাকতে পারে, অন্তত একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই আমরা অর্থবহভাবে এই তন্ত্রের আরোপ করতে পারি। কিন্তু এই কথা বলার অর্থ এক ধরনের মানবকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন নয়, কারণ মনুষ্যেতর প্রাণী ও অন্যান্য পদার্থের স্বতঃমূল্য আছে এই অর্থে যে ঐ প্রাণী এবং পদার্থগুলিকে তাদের নিজেদের জন্যেই মূল্যবান বলে মনে করা হয় এবং তাদের ঐ মূল্যকে কোন মূল্যনিরূপক ব্যক্তির প্রসঙ্গ ছাড়াই বোঝা যায়। কিন্তু যেহেতু যে কোন মূল্যকথা মানবকেন্দ্রিক, পরিবেশের স্বতঃমূল্য মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে অবস্থান করে—এ কথা বলা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হবে না। সুতরাং পরিবেশের স্বতঃমূল্য আছে এবং সেই স্বতঃমূল্য বিষয়নিষ্ঠ, কিন্তু কেবল উদারনৈতিক অর্থেই তা বিষয়নিষ্ঠ।

মূল্যকথার ক্ষেত্রে মানুষের ভূমিকা যে অপরিহার্য তা পূর্বে আলোচিত Moore-এর একটি কথা থেকে বেরিয়ে আসে। স্মরণ করুন Moore 'হলুদ' এবং 'সুন্দর'—এই দুই ধরনের বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদিও এই উভয় বিশেষণই পদার্থের স্বতঃধর্মের (Intrinsic nature) উপর নির্ভর করে, Moore-এর মতে 'সুন্দর' এক স্বতঃবিশেষণ (Intrinsic predicate) নয়, কিন্তু 'হলুদ' এক স্বতঃবিশেষণ। মূল্যাত্মক বিশেষণগুলি 'হলুদ' ইত্যাদির মতো স্বতঃবিশেষণ নয়। কারণ হল যে একটি বস্তুর স্বতঃবিশেষণগুলির উল্লেখ ঐ বস্তুটির পূর্ণ বিবরণ দেয়, কিন্তু বস্তুর পূর্ণ বিবরণের জন্য বস্তুটির মূল্যাত্মক বিশেষণগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্বতঃমূল্যবান্ এবং স্বতঃবিশেষণের মধ্যে এই পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। 'সুন্দর' বিশেষণটি বস্তুর স্বতঃমূল্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু স্বতঃবিশেষণ নয়। এখন প্রশ্ন হল আমরা কী ভাবে একটি বস্তুর মূল্যাত্মক বিশেষণ থাকা এবং একটি বস্তুর 'হলুদ' এই বিশেষণটি থাকার মধ্যে পার্থক্য করব? আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে একটি মূল্যাত্মক বিশেষণের আরোপ আরও অনেক সমৃদ্ধ মূল্যাত্মক বিশেষণের আরোপ সূচিত করে এবং এই মূল্যাত্মক বিশেষণের তন্ত্র একমাত্র

মানুষের ক্ষেত্রেই অর্থবহ হয়। তাই মূল্যকথা একমাত্র মানুষ প্রসঙ্গেই উঠতে পারে। মূল্যকথার আলোচনায় মানুষী দৃষ্টি অপরিহার্য।

স্বতঃমূল্যকে এইভাবে বুঝলে বিষয়নিষ্ঠার (কট্টরপন্থী ব্যাখ্যাটি) যে সমস্যা হচ্ছিল তা আর স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত তত্ত্বকে স্পর্শ করবে না ; কারণ এই মতে স্বতঃমূল্যের ব্যাখ্যা যে পরিস্থিতিতে হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে মূল্যনিরূপক তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। এ কথাও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার আলোচনায় স্বতঃমূল্যের ধারণাকে নিয়ে আসার কারণ হল যে এই স্বতঃমূল্যের ধারণার সাহায্যে মানুষের পরিবেশ রক্ষা কর্তব্য— এই কথার একটি নৈতিক ভিত্তি দেওয়া যাবে এবং এই কথাটির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা যাবে। কেবল স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত তত্ত্বই (যা উদারনৈতিক অর্থেই বিষয়নিষ্ঠ) পারে পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার এই চাহিদা পূরণ করতে। স্বতঃমূল্য সম্পর্কিত এমন কোন তত্ত্ব যদি থাকে যার সাথে মূল্যনিরূপকের কোন সম্পর্ক নেই এবং ফলে যা কট্টর মতে বিষয়নিষ্ঠ, তবে তেমন কোন তত্ত্ব পরিবেশরক্ষায় মানুষকে কোন নির্দিষ্ট কর্মপথে প্রণোদিত করতে পারবে না অথবা পরিবেশের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা দাবী করতে পারবে না ; অথচ পরিবেশনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় এটি করাই হল স্বতঃমূল্যের কাজ।

BIBEKANANDA SAU
ASSOCIATE PROFESSOR OF PHILOSOPHY
VIDYANAGAR COLLEGE